দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

অনুমোদনহীন মেডিকেল ইনস্টিটিউট

স্বাস্থ্যসেবার মানের ক্রমাবনতি নিয়ে অভিযোগের পাশাপাশি এখন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা অনুমোদনহীন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট সাধারণ নাগরিকদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে। সরকারের নাকের ডগার ওপর এসব প্রতিষ্ঠান গত কিছুদিন থেকে অবৈধ চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে ভর্তির বিজ্ঞাপন ছাপার দুঃসাহস দেখাতেও পিছপা হচ্ছে না। মোটা টাকা খরচ করে ভর্তি হবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে প্রতারণার শিকার। স্বাস্থ্য অধিদফতর সম্প্রতি ৩৭টি অনুমোদনবিহীন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট সনাক্ত করেছে। তবে এসব অবৈধ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি এখনও চিন্তা-ভাবনার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ আছে। মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট নামধারী এসব অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হওয়ার বিজ্ঞাপন দিয়েই আপাততঃ দায়িত্ব পালন করেছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। স্বাস্থ্য দফতরকে উদ্ধৃত করে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেসরকারী মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট অবৈধভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে এসব প্রতিষ্ঠানকে কোর্স বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলেও প্রতিষ্ঠানগুলো সেসব নির্দেশের তোয়াক্কা না করে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। অবৈধভাবে কোর্স পরিচালনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী আচরণ, বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ভিন্নরকম ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য করেছে। ভেজাল বিরোধী অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কর্মকর্তারা মোবাইল টিম নামানোর কথা বিবেচনা করছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিএসসি ইন নার্সিং, বিএসসি ইন মেডিক্যাল সায়েন্স ও বিএসসি ইন ফিজিওথেরাপি কোর্সে ছাত্র ভর্তি করে। কোর্স পরিচালনায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সরঞ্জামের স্বল্পতা, নানা অনিয়ম ও দীর্ঘসূত্রতার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সামনে বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদফতরের নজরে আসে। অধিদফতর এ ধরনের বেআইনী কোর্স পরিচলনা বন্ধ করার জন্য চিঠি দেয়। একই বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি নামে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে একটি কোর্সের অনুমোদন গ্রহণ করলেও বাস্তবে পরিচালনা করছে মেডিক্যাল ল্যাব সায়েন্স নামে ভিন্ন আরেকটি কোর্স। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রলুব্ধ করার জন্য আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভর্তি বিজ্ঞাপনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের (নিপসম) শিক্ষকরা রিসোর্স পারসন হিসাবে কাজ করবেন বলে উল্লেখ করেছে। অথচ বিএমডিসি এ্যাক্ট ১৯৮০ অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিষয়ক কোন কোর্স পরিচালনা করতে হলে সরকারী শিক্ষকদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়। এছাড়া আইন করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ও বেসরকারী মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা অনুষদ খোলা বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোর্স পরিচালনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে অনুমোদন সাপেক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক অনুষদের অধীনে কোর্স পরিচালনা সম্ভব। অপর একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনুমোদনহীন ফিজিওথেরাপি কোর্সের বৈধতার দাবীতে অবরোধ কর্মসূচী পালন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অধীনে উক্ত ফিজিওথেরাপি কোর্স পরিচালনা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের দাবীতে তারা বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। অভিযোগ আছে, গত ১০ বছরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিওথেরাপি কোর্স সম্পন্ন করা ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাদের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কোন কাজ পায়নি।

দেশে বিপুলসংখ্যক বেকার জনসংখ্যার একটি বড় অংশ স্বল্প মেধাবী ও জীবন গড়ার জন্য ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চান্স না পাওয়া তরুণ-তরুণী। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুপ্ত বাসনাকে পূরণ করার জন্য তারা বেপরোয়াভাবে মুখিয়ে থাকে। আকর্ষণীয় ও চটকদার বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে মোটা টাকা ব্যয় করে তাদের অনেকে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দেয় পূর্বাপর ভালমন্দ এবং সার্টিফিকেটের নামে গছিয়ে দেয়া কাগজের বৈধতা অবৈধতার কথা যাচাই না করেই। বেকার তরুণ তরুণীদের এই অন্তর্লীন দুর্বলতাকে পুঁজি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধ ইনস্টিটিউট চালু করে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সুকৌশলে টু পাইস কামিয়ে নেয়। এই প্রতারণার কালাধান্ধায় সিজন বলে কিছু নেই। সারাবছরই নানা কায়দায় ছাত্রভর্তির নামে শোষণ চলে। এই অবৈধ ব্যবসা চলছে দীর্ঘদিন ধরে অথচ অপতৎপরতা বন্ধে সরকারের পদক্ষেপ নেই বললেই চলে। শুধু চিঠি চালাচালির মাঝেই সীমিত শিথিল মনিটরিং ও ব্যবস্থাগ্রহণের কারণে এ পর্যন্ত চিহ্নিত ৩৭টি অনুমোদনবিহীন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা কোর্স বন্ধ করা যায়নি। নিষ্ঠা সহকারে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানের তালিকা যে দীর্ঘ হবে তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া পেশাগত একটি ডিগ্রী অথবা সার্টিফিকেট নিয়ে ভালো একটি চাকুরি লাভের মরীচিকার পেছনে ছুটছে যে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তাদের কি হবে?

গত ১০ বছরে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ফিজিওথেরাপি কোর্সের সার্টিফিকেট বগলদাবা করে চাকরি নামের সোনার হরিনের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখন ক্ষোভে-দুঃখে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। ওই দুইনম্বরি সার্টিফিকেট দিয়ে মুড়ির ঠোঙ্গা হতে পারে কিন্তু চাকরি যে হয়না তা এদেরকে বোঝাবার মত ঔদার্য বোধও অনেকে হারিয়ে ফেলছেন। আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে পরিচিত মানুষের চিকিৎসা নিয়ে অনেক গাফলতি অতীতে হয়েছে এবং বর্তমানেও তার ধারাবাহিকতা চলছে। ভেজাল বিরোধী মোবাইল টিমের মত অভিযান এতদিনেও কেন অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলো না, তার জবাব কে দেবে। হবে হচ্ছে করে সময়ক্ষেপনের পলগননাই শুধু চলছে। আদতে মানুষের জীবনের চিকিৎসার নামে তথাকথিত ইনস্টিটিউট খুলে যারা সর্বনাশা কালাধান্ধায় মেতেছে এবং সরলমতি যুবক-যুবতীদের টাকা উপার্জনের দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। মাঝখান থেকে সরকারের উদাসীনতা ও ব্যবস্থাগ্রহণে গড়িমসির কারণে চটকদার বিজ্ঞাপনের জালে জড়িয়ে বেকার তরুণ-তরুণীরা তাদের স্বপ্নকে ছুঁতে গিয়ে শেষ সঞ্চয়টুকু তুলে দিচ্ছে রক্তচোষা ব্যবসায়ীদের হাতে। চিকিৎসা সেবা নিয়ে এই অপরিনামদর্শী ও স্বার্থান্বেষী তৎপরতার কুফল গোটা জাতির ঘাড়ে চেপে বসতে বাধ্য। ইতোমধ্যে যার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের ক্ষেত্রে। পত্র-পত্রিকার খবরে প্রায় দেখা যায়, দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রিপোর্ট দুই রকম। ফলে চিকিৎসকরা পড়েন বিভ্রান্তিতে এবং দেশের সম্মান হয় ক্ষুণ্ন। সুতরাং সরকারকে অবিলম্বে অনুমোদনহীন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সুস্থ সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দাবীর সঙ্গে কোন দ্বিমত নেই